দৈনিক জনকণ্ঠ

59

তারিখ 25 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

শিক্ষা ব্যবস্থা আগামী শতাব্দীর উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

শিক্ষা ব্যবস্থাকে আগামী শতাব্দীর উপযোগী করে গড়ে তুলতে ব্যাপক চিন্তাভাবনা চলছে। সমাজের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্তর থেকে প্রস্তাব এসেছে পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের। সেই সঙ্গে চিন্তাভাবনা চলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাক্রমকে যুগোপযোগী করে তোলার।

পরিবর্তনের উল্লিখিত চিন্তাভাবনাগুলো চলছে মূলত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। ইউএনডিপির কারিগরি সহযোগিতায় পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্পের সাম্প্রতিক এক জরিপে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বেশ কিছু ত্রুটি চিহ্নিত হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রায় এক হাজার লোক অংশ নিয়েছে এ জরিপে। এদের মধ্যে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, পেশাজীবী যেমন রয়েছেন— আছেন তেমনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাকরিদাতারাও। জরিপটি মূলত পরিচালিত হয়েছে দেশব্যাপী একাধিক সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে। উক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণকারীরা খোলামেলা মত প্রকাশ করেছেন। এসব মতামতের ওপর ভিত্তি করেই আগামীতে জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে।

দেশব্যাপী একাধিক সেমিনার বা কর্মশালায় প্রচলিত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় বেশ কিছু সমস্যা বা ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন, কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট নির্ভরতা, মুখস্থ প্রবণতা, নিম্নমানের নোট বা গাইডের ওপর নির্ভরতা, বিজ্ঞান ও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনীহা, প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব, বাস্তবতা বিবর্জিত শিক্ষা এসব। সামগ্রিকভাবে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন— উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে আশঙ্কাজনকভাবে। এ ক্রমাবনতি থেকে উত্তরণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে লাগসই কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবনের বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেছেন তাঁরা।

দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সেমিনার ও কর্মশালাগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্ভাব্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। নকল প্রতিরোধে প্রস্তাব এসেছে পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের।

সেমিনারগুলোর সিদ্ধান্ত হচ্ছে রচনামূলক প্রশ্নের সংখ্যা কমিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'খোলা বই' পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার ওপর দিতে হবে অধিকতর গুরুত্ব এবং প্রশ্ন করতে হবে পুরো বই থেকেই। নম্বর নেয়ার বর্তমান পদ্ধতি নিয়েও আপত্তি উঠেছে। এর পরিবর্তে বলা হয়েছে গ্রেড পদ্ধতির প্রচলন করতে।

বর্তমানে কোন বিষয়ে ফেল করলে পরের বছর আবার সব ক'টি বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হয়। এ নিয়মটির ব্যাপারেও সেমিনারগুলোতে উত্থাপিত হয়েছে প্রবল আপত্তি। তাঁদের মতে— যে বিষয়ে ফেল করেছে কেবল সেই বিষয়টিতেই পরীক্ষা নেয়া উচিত পরবর্তী বছরে।

পরীক্ষা পদ্ধতির এসব সংস্কার প্রস্তাবের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাক্রম, এমনকি শিক্ষকদের যোগ্যতা বিষয়েও নানা ধরনের প্রস্তাব এসেছে। সমালোচনা হয়েছে প্রবলভাবে বর্তমান বাস্তবতা বিবর্জিত শিক্ষা পদ্ধতির। কাজ বা চাকরির উপযোগিতার কথা বিবেচনায় রেখে এখন শিক্ষা দেয়া হয় না। অথচ এদিকে নজর দেয়া দরকার। শিক্ষকদের যোগ্যতা ও মান নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। বলা হয়েছে, অনেক জায়গাতেই শিক্ষকরা নিজেরাই দায়িত্ব ও কর্তব্যে ফাঁকি দিয়ে থাকেন। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয়া সম্ভব হয় না অনেক ক্ষেত্রে।

সেমিনার ও কর্মশালাগুলোতে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়েছে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি। তাঁদের মতে, সকল রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকারের ভিত্তিতেই যুগোপযোগী এবং দীর্ঘমেয়াদী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা দরকার।